গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতিঃ জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ ঃ ২৫/০৬/২০১৫ খ্রিঃ
সভার সময় ঃ বেলা ১১টা।
সভার স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ/কর্তৃপক্ষ
১.	পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো ভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।	ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনটি সংশোধনীসহ খসড়া আকারে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে গত ০৪/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনটি বাস্তবে রূপদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	যুগ্মসচিব (সমন্বয়), পাচবিম
২.	তিন পার্বত্য জেলায় প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন, আবাসিক স্কুল নির্মাণ এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরী করা যাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	১)বান্দরবান- জরাজীর্ণ স্কুলের সংখ্যা ৭২টি, নতুন স্কুল স্থাপন প্রয়োজন ৫১টি, স্কুলে পড়ার যোগ্য ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৯৭,২৮০ জন, ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি স্কুল ব্যতীত জাতীয়করণ যোগ্য ১৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। রাঙ্গামাটি- জরাজীর্ণ স্কুলের সংখ্যা ৬৬টি, মেরামত অযোগ্য এবং সম্পূর্ণ নতুন নির্মাণ প্রয়োজন ৩৮টি, নতুন স্কুল স্থাপন প্রয়োজন ১৭টি, স্কুলের মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ১,০৬,৪৯২ জন। ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি স্কুল ব্যতীত জাতীয়করণ যোগ্য ৮৬টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। খাগড়াছড়ি- জরাজীর্ণ স্কুলের সংখ্যা ৭৯টি, জাতীয়করণের জন্য স্কুলের সংখ্যা ৩২টি।	(১) তিন পার্বত্য জেলায় ১১৬টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের, ২১৭টি জরাজীর্ণ স্কুল মেরামতের ও ১৩১টি বেসরকারি স্কুল জাতীয় করণের এবং ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। (২) খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত তিনটি আবাসিক	(১)যুগ্মসচিব(পরিষদ), পাচবিম (২)প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

		নতুন স্কুল স্থাপন প্রয়োজন ২৭টি, স্কুলে পড়ার যোগ্য মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ১,০২,৯৭৬ জন। জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে তিনটি বিদ্যালয় জেলা পরিষদ কর্তৃক মেরামত/আধুনিকায়ন করা হচ্ছে এবং একটি বিধ্বস্ত বিদ্যালয় নতুনভাবে পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছে। ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। তিনটি আবাসিক বিদ্যালয়/ছাত্রাবাস প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জেলা পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া আরও তিনটি আবাসিক ছাত্রাবাস নির্মিত হয়েছে কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনবল নিয়োগসহ কোন বরাদ্দ প্রদান না করায় ছাত্রাবাসগুলো চালু করা যাচ্ছে না। ২) ২২৮টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে গুচ্ছাকারে কয়েকটি স্কুলকে একটি স্কুলে রূপান্তর করে জাতীয়করণের বিষয়ে ১৮/০৬/২০১৫ তারিখে উন্নয়ন শাখা থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। ৩) খাগড়াছড়ি জেলার তিনটি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর জন্য জনবল নিয়োগ ও অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে কার্যকর কোন যোগাযোগ হয় নাই।	ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ দুটি বিষয়ে পরিষদ অধিশাখা হতে পত্র প্রেরণসহ উক্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
৩.	তিন জেলায় কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন,	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোঃ এনামুল হক বলেন যে, প্রতিটি পুরাতন ওয়ার্ডে একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের সিদ্ধান্ত রয়েছে। সে অনুযায়ী বান্দরবানে ৯৫টি রাঙ্গামাটিতে ১৪১টি ও খাগড়াছড়িতে ১০৮টি সহ তিন জেলায় মোট ৩৪৪টি ক্লিনিক স্থাপন করতে হবে। এর মধ্যে বান্দরবানে ৬৯টি, রাঙ্গামাটিতে ৩৮টি, এবং খাগড়াছড়িতে ৫৫টি সহ মোট ১৭২টি ক্লিনিক চালু রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় ও জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ জানান যে, সরেজমিনে দেখা গেছে অনেক ক্লিনিকের অবস্থা জরাজীর্ণ এবং অনেকগুলি চালু নেই।	প্রতিটি জেলায় মোট কতটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে, কতটি চালু আছে, কতটি জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে এর বিস্তারিত তথ্য দিয়ে সবগুলো কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও চালুর বিষয়ে তিন জেলা পরিষদ কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পত্রের অনুলিপি পাওয়া গেলে এ মন্ত্রণালয় থেকেও পত্র দেয়া হবে। এছাড়া আগামী সভায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ তিন জেলার সিভিল সার্জনকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়।	(১)যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; (২) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ; (৩) সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা; ৪)স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়

৪.	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, খাদ্যাভাব দ্রুত দূরীকরণের জন্য অর্থকরী ফসল কমলালেবু, লেবুসহ সব ধরণের ফল, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতে হবে।	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায়ের আওতায় এলজিইডি পার্বত্য অঞ্চলের রাস্তা নির্মাণ করছে। জাইকার অর্থায়নে সড়ক বিভাগের আওতায় পার্বত্য জেলাসমূহের পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের কাজ চলছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন জেলা পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার পরিষদের মাধ্যমেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অব্যাহত আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত `পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প -২য় পর্যায় (২০০৮-২০১৫)' পরিচালিত হয়ে আসছে। খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) বান্দরবানের থানচি উপজেলায় ও রাঙ্গামাটির সাজেক ইউনিয়নে 'Increased food and nutrition Security in remote areas of CHT through resilience building Measures' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ফলজ চারা,সার,মুরগী ইত্যাদি উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি সম্পর্কিত, ফল উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য বৈদেশিক সাহায্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। কফি, স্ট্রবেরী, চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে ২০/০১/২০১৫ তারিখে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে।	(১) ফাও এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প সমূহের খোঁজখবর ও তদারকির জন্য যুগ্মসচিব উন্নয়নকে অনুরোধ করা হয়। (২)কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প ২য় পর্যায় ২০০৮-১৫ অব্যাহত রাখার জন্য পাচউবোকে অনুরোধ করা হয়। (৩) কফি ও স্ট্রবেরী চাষের উপর গুরুত্বারোপ করে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের জন্য তিন জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়।	(১)যুগ্মসচিব (উন্নয়ন),পাচবিম; (২)ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড; (৩) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ;
৫.	পার্বত্য অঞ্চলে পপি ও তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করে ভুট্টা চাষসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল যেমনঃ রাবার, স্ট্রবেরী, মিশ্র ফল ইত্যাদি চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।	১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৯৮৫.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১১-১৫ মেয়াদে "উচু ভূমি বন্দোবস্তিকরণ প্রকল্পের রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প খাতে মে/২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৩৮.৬৫ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। ২) তিন পার্বত্য জেলায় ৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "Mixed Fruit Cultivation at Remote Areas of Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পটির "ফিজিবিলিটি স্টাডি" সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২৮/০৬/২০১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি দাখিল করা হবে। ৩) গত মার্চ ২০১৫ খ্রি. মাসে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পার্বত্যাঞ্চলে পপি ও তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করণসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে, `ALLEVIATE RURAL POVERTY THROUGH ESTABLISHMENT OF SMALL AND MIXD FRUIT GARDEN	প্রকল্পগুলো চালু রাখার ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়।	(১)যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা), পাচবিম; (২) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। (৩) মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ;

		IN KHAGRACHARI HILL DISTRICT" শীর্ষক প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ইক্ষুচাষ সম্প্রসারনের জন্য পাইলট প্রকল্প (২য় পর্যায়)' টি বাস্তবায়ন করছে এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা উন্নয়ন প্রকল্প' (জুলাই/১৩-জুন২০১৮) চলমান রয়েছে।		(৪) কৃষি মন্ত্রণালয়
৬.	প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় রেখে পাহাড় না কেটে রাঙ্গামাটিতে সম্পূর্ণ আবাসিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রকল্প । প্রকল্পটি যেহেতু রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কাপ্তাই লেকের পাশে ঝগড়াবিল মৌজায় ১০০ একর এবং বালুখালি মৌজায় প্রায় ৬০ একর জমি দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটি ভবন এবং রানী দয়াময়ী স্কুলের কয়েকটি কক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, স্টীয়ারিং কমিটির একটি সভা হয়েছে উক্ত সভা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে পিডিকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে জেলা প্রশাসক রাঙ্গামাটি ঝগড়াবিল মৌজায় প্রায় ৬৪.৭৭ একর জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের জন্য তালিকাসহ প্রায় ৬৪ কোটি টাকার বরাদ্দ চেয়ে পত্র দিয়েছেন। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, অনেক মানুষকে উচ্ছেদ করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে যাওয়া অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হবে ।	আগামী সভায় জেলা প্রশাসক রাঙ্গামাটি, পিডি/ভাইস-চ্যান্সেলর এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য সভায় উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়।	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; ভাইস-চ্যান্সেলর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষা মন্ত্রণালয়; জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি।
৭.	তিন জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বাভাবিক শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষা যাতে অটুট থাকে সে দিকে নজর দিতে হবে।	বান্দরবান জেলায় ৯৮টি প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে। স্কুলের তালিকা পাওয়া গেছে। খাগড়াছড়ি জেলায় ১০ টি প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু করা হয়েছে। স্কুলের তালিকা পাওয়া গেছে। রাঙ্গামাটি জেলায় ১৫টি বেসরকারি প্রাইমারী স্কুলে Multi Lingual Education (MLE) চালু আছে। স্কুলের তালিকা পাওয়া গেছে। সকল প্রাইমারী স্কুলে MLE চালু করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধসহ পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় MLE চালু করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ।
৮.	পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ	১)পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের নকশা প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত হয়েছে। পূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি দাখিল করা হলে তার উপর যাচাই বাছাই কমিটির সভা হয়েছে	১) ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	১)যুগ্মসচিব (উন্নয়ন); সিনিয়র সহকারী

		। এখন এটি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের ১.৯৬ একর জমি নিয়ে দায়েরকৃত ৩৫০১/২০১৪ নম্বর রীট মামলাটিতে প্রদত্ত স্থিতিঅবস্থা মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক রহিত করা আছে। মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা ইউএনডিপি কনসালট্যান্টকে অনুরোধ করা হয়েছে। ৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের নির্ধারিত স্থানে একটি বড় সাইনবোর্ড লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	২) দায়েরকৃত ৩৫০১/২০১৪ রিট মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে আইন উপদেষ্টাকে পত্র দিতে হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের নির্ধারিত স্থানে একটি সাইনবোর্ড লাগাতে হবে।	প্রধান, পাচবিম; ২) যুগ্মসচিব (প্রশাসন), পাচবিম।
৯.	পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য Water Wayতে High Speed Vessel চলাচলের ব্যবস্থা করণ।	পণ্য পরিবহনের জন্য কাপ্তাই লেকে High Speed Water Vessel/Water Bus এর চালু করা এবং নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে কাপ্তাই লেকের বিভিন্ন অংশে বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিহ্নিত করে ড্রেজিং করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হলে সেখান থেকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিসি এবং চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ-কে পত্র দেয়া হয়েছে এবং নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে আজকের সভায় উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হলেও কোন প্রতিনিধি উপস্থিত হতে পারেন নাই। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে কাপ্তাই লেকের কচুরীপানা পরিষ্কারের কোন প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া যায় নি । প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া গেলে Climate Change এর ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দ চেয়ে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে লিখতে হবে।	১)পন্য পরিবহনের লক্ষ্যে কাপ্তাই লেকে নাব্যতা বৃদ্ধি কল্পে বিভিন্ন অংশে বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিহ্নিত করে ড্রেজিং করত High Speed Water Vessel/Water Bus চালুর জন্য চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসিকে পত্র দিয়ে অনুলিপি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ২) কাপ্তাই লেকের কচুরীপানা পরিষ্কারের জন্য রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করবেন। এ জন্য তাদেরকে পত্র দিতে হবে।	১.যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম, চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি এবং নৌ -পরিবহন মন্ত্রণালয় ২.যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ।
১০.	তিন পার্বত্য জেলায় সামাজিক বনায়ন করতে হবে	১)পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে প্রধান বন সংরক্ষককে সামাজিক বনায়ন করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইউএসএইড ৫৫টি Village Common Forest (VCF) চিহ্নিত করেছে। ২) বান্দরবান জেলায় মৌজা বন তথা Village common Forest (VCF) সংখ্যা ০৫টি । খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি থেকে মোট Village common Forest (VCF) এর সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায়নি।	১)তিন পার্বত্য জেলায় সামাজিক বনায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধান বন সংরক্ষককে পত্র দিয়ে অনুলিপি বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ২) ইউএসএইড এর নিকট থেকে Village Common Forest (VCF) এর তালিকা সংগ্রহ করতে হবে। ৩) খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ ও রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ কর্তৃক Village Common Forest (VCF) এর সঠিক সংখ্যা প্রেরণ করতে হবে।	১)যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম; বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়; ২)প্রধান বন সংরক্ষক, ঢাকা; ৩) মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ।

১১.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, পাহাড়ে মাছ ছাড়া ও বিভিন্ন ধরণের প্রাণী চাষ যেমন পাহাড়ী ছাগল পালন ইত্যাদি প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে।	১)পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমন্বিত পাহাড়ী খামার প্রকল্প-২য় পর্যায় (২০১১-১৫)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্প খাতে মে, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩১৮.৪২ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৬৫%। ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো দু'টি প্রকল্পের ডিপিপি তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে ক) "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প" এবং খ) "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প"। ৩) খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, বাঁশ চাষ এবং বাঁশ দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেশীয় পন্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে গত ২০/০১/২০১৫ তারিখে পত্র দেয়া হলেও এখন পর্যন্ত জেলা পরিষদগুলো থেকে কোন প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া যায় নাই। ৪) ফাও এবং ডানিডা কর্তৃক পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনায় থাকলেও এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন নামক এনজিও কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কোন্ কোন্ স্থানে বিদ্যুৎ বিহীন কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা হয়েছে তার তথ্য সংগৃহীত হয়নি। ৫) পার্বত্য জেলায় পাহাড়ে মাছ চাষের জন্য মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। ৬) বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা BRAC তিন পার্বত্য জেলায় কি কি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করছে সে বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং BRAC-এর পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে একটি উপস্থাপনার (Presentation) আয়োজন করতে হবে।	১) "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত পাঁহাড়ী খামার প্রকল্প-২য় পর্যায় (২০১১-১৫) অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২) "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প" এবং "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প" চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩) খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, বাঁশ চাষ এবং বাঁশ দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেশীয় পন্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে জেলা পরিষদগুলো কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪) (ক) ফাও এবং ডানিডা কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) পাহাড়ে মাছ চাষের জন্য মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫) (ক)মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন নামক এনজিও কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কোন কোন স্থানে বিদ্যুৎ বিহীন কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা হয়েছে তার তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (খ) BRAC তিন পার্বত্য জেলায় কি কি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করছে সে বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং BRAC-এর পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে একটি উপস্থাপনার আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; ২) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড; ৩) মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ; ৪)যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়; ৫) উপসচিব (সমন্বয়-২), পাচবিম।
১২.	পার্বত্য চট্টগ্রামে চা বাগান করার উদ্যোগ নিতে হবে। চা এর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় চা চাষের উপর গুরুত্বারোপ করা উচিত।	কমবেশি ১০ একর জায়গার মধ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড এর কারিগরি সহায়তায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে তিনটি চা বাগান করার নিমিত্ত পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডকে পত্র দেয়া হলে তাঁদের প্রতিনিধি জনাব মোঃ জাফর উল্লা চৌধুরী, গবেষণা কর্মকর্তা, আজকের সভায় উপস্থিত হয়েছেন। তিনি জানান যে বান্দরবান জেলায় ইতোমধ্যেই	১)কমবেশি ১০ একর জায়গার মধ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড এর কারিগরি সহায়তায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে তিনটি চা বাগান সৃজনের পাইলট প্রকল্প গহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তটি তাদেরকে জানিয়ে পত্রের	যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বানিজ্য মন্ত্রণালয় এবং মূখ্য

		৩০০ একরের একটি প্রকল্প আছে। বিভিন্ন মালিকের ১১৫টি ক্ষুদ্র হোল্ডিংয়ে এ প্রকল্প চলছে। যাদের কমপক্ষে ১০ বিঘা জমি আছে তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। অন্যদিকে চা বোর্ডের সাবেক সচিব বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে চা বাগান সৃজনের বিষয়ে বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। সভাপতি তাকে তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে খাগড়াছড়ি জেলায় চা বাগান সৃজনের বিষয়ে জমি প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা ও আনুষংগিক অন্যান্য বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রেরণের অনুরোধ করেন।	অনুলিপি বানিজ্য মন্ত্রণালয়কে দিতে হবে। ২) খাগড়াছড়ি জেলায় চা বাগান সৃজনের বিষয়ে জমি প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা ও আনুষংগিক অন্যান্য বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়।	নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।
১৩.	বিবিধ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন তরান্বিত করণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ সকল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির আগামী সভায় অংশগ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন তরান্বিত করণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ সকল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির আগামী সভায় অংশগ্রহণের অনুরোধ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষ

সভায় আর কোন অলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-২৯/০৬/২০১৫
নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব

স্মারক নং- ২৯.০০.০০০০.২২৪.০০.০৫৫.১৪-৩৭০ তারিখঃ ৩০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো এবং স্ব স্ব অংশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ২০/০৭/২০১৫ ইং তারিখের মধ্যে এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। সিনিয়র সচিব/সচিব, ...মন্ত্রণালয়।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, চট্টগ্রাম।
৩। ভাইস-চ্যান্সেলর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি।
৪। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।
৬। প্রধান বন সংরক্ষক, ঢাকা।
৭। ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
৮। যুগ্মসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি জেলা।
১০। উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান ।
১২। সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা।

১৩। জনাব মো: আজিমুদ্দিন বিশ্বাস,পরিচালক ,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,পুরাতন সংসদ ভবন,তেজগাঁও ঢাকা (অবগতি ও কার্যার্থে)।

১৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১৬। সহকারী সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭। জনসংযোগ কর্মকর্তা , পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৮। জনাব এ এ মং, আইসিটি স্পেশালিস্ট (সংযুক্ত), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৯। অতিরিক্ত সচিব (সকল)এর ব্যক্তিগত কর্মকতা ,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২০। জনাব আলী আকবর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২১। অফিস কপি।

৩০/০৯/১৫

(এসএসএম শাহেন রেজা)
উপসচিব (সমন্বয়-২)
ফোনঃ ৯৫৭৪৪১৭
ই-মেইল :shahen.reza@yahoo.com